তারিখ ৩-১২-২০০০
পৃঃ ৪ কঃ ১

দৈনিক সংবাদ

বিসিএস পরীক্ষায় দলীয়করণ এবং পিএসসি

পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয় পাবলিক সার্ভিস কমিশন বা পিএসসির অধীনে। প্রথম শ্রেণীর সরকারি কর্মকর্তা নিয়োগের লক্ষ্যে অনুষ্ঠিত এই পরীক্ষাটি সকল প্রকার অনিয়ম ও দুর্নীতি থেকে মুক্ত থাকার কথা। অন্তত অতীতে বৃটিশ ও পাকিস্তান আমলে তাই ছিল। সেই সব দিনে সরকার বা প্রশাসনের অন্যান্য বিভাগের বিরুদ্ধে অনিয়ম, দুর্নীতির প্রচুর অভিযোগ থাকলেও পিএসসির দিকে কেউ দুর্নীতি বা অনিয়মের দায়ে অঙুলি নির্দেশ করতে পারেনি।

দুঃখজনক হলেও সত্যি বেশ কিছুদিন ধরেই পিএসসির অধীনে বিভিন্ন পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশে অনিয়ম ও দুর্নীতির অভিযোগ উঠছে। এর আগের সরকারের আমলে নাকি সরকারি দল, ছাত্র সংগঠন এবং মন্ত্রীদের দেয়া স্লিপ অনুযায়ী উত্তীর্ণদের তালিকা প্রস্তুত করা হতো। বর্তমান সরকারের আমলে প্রায় আড়াই বছরের প্রক্রিয়ায় অনুষ্ঠিত ২০ তম বিসিএস পরীক্ষার ফলাফল নিয়েও অনিয়ম, দুর্নীতি এবং দলীয়করণের অভিযোগ উঠেছে। মেধা ও যোগ্যতার জায়গা দখল করুক দলীয় পরিচয় এটা কারো কাম্য হতে পারে না। অনিয়ম করে সরকারি দল সমর্থক ছাত্র সংগঠনের নেতা, সমর্থকদেরকে চূড়ান্ত ফলাফলে উত্তীর্ণ দেখানো কোনমতেই গ্রহণযোগ্য নয়। এমনিতেই 'কোটা জালে' আবদ্ধ বিসিএস পরীক্ষায় মেধা ও যোগ্যতার জন্য বরাদ্দ মাত্র ৪৫%। ৩০ বছর আগে সম্পন্ন মুক্তিযুদ্ধের 'মুক্তিযোদ্ধা'দের জন্য সংরক্ষিত কোটা হচ্ছে ৩০%, মহিলা কোটা ১০%, উপজাতি কোটা ৫%, জেলা কোটা ১০% অর্থাৎ মোট ৫৫% হচ্ছে কোটা, রইল বাকি ৪৫% মেধা ও যোগ্যতার জন্য। বিসিএস পরীক্ষার মতো প্রতিযোগিতামূলক একটি পরীক্ষায় যদি মেধা ও যোগ্যতার জন্য অর্ধেকেরও কম সুযোগ রাখা হয় তবে সেটাই মানের অবনতির জন্য যথেষ্ট। তার উপর দুর্নীতি, অনিয়ম বা দলবাজি যুক্ত হলে তো কথাই নেই।

অভিযোগ উঠেছে, ৩০ ভাগ মুক্তিযোদ্ধা কোটার মাধ্যমেই দলীয়করণটা করা হয়েছে। ২৯টি ক্যাডারের চূড়ান্তভাবে নির্বাচিত ২ হাজার ৪০ জনের মধ্যে মুক্তিযোদ্ধা সার্টিফিকেট জমা পড়েছিল ১৭৮টি। এর মধ্যে ১৭৫ জনকেই নিয়োগের জন্য চূড়ান্তভাবে নির্বাচিত করা হয়েছে। এছাড়াও ২০তম এই বিসিএস পরীক্ষার আবেদনপত্র গ্রহণের সময় প্রশাসনে ১শটি পদে এবং পুলিশে ৬৬টি পদে নিয়োগের উল্লেখ করা হয়েছিল। ফল প্রকাশের আগে প্রশাসনে ১শটি পদের জায়গায় ৩শটি এবং পুলিশে ৬৬টি পদের জায়গায় ১শ ১৬টি পদে উন্নীত করা হয়েছে। বলা হচ্ছে সরকার সমর্থক ছাত্র সংগঠনের বিভিন্ন পর্যায়ের নেতা এবং নেতৃস্থানীয় কর্মীদেরকে এইসব বর্ধিত পদে নিয়োগের জন্য মনোনীত করা হয়েছে। মৌখিক পরীক্ষার জন্য সংরক্ষিত ২শ নম্বরের মধ্যে ছাত্রলীগের এক নেতাকে ১৮২ নম্বর পর্যন্ত দেয়ার অভিযোগ উঠেছে।

অনিয়ম, দুর্নীতি এবং দলীয়করণের ধারাবাহিকতায় রাষ্ট্র, প্রশাসন এবং সব প্রতিষ্ঠানই জনগণের আস্থা হারিয়েছে। দুই একটি যা বাকি ছিল বিসিএস পরীক্ষার নির্বাচনে দলীয়করণের প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে সেটারও ধ্বংস প্রক্রিয়া জোরদার করা হচ্ছে। এর আগের সরকারগুলোর আমলে বিশেষ করে বিএনপি আমলেও পিএসসির বিরুদ্ধে একইরকম অভিযোগ শোনা গিয়েছিল। পিএসসি'র চেয়ারম্যান পদে গত সরকারও দলীয় লোককে নিযুক্ত করেছিল, বর্তমান সরকারও তাই করেছে।

বিসিএস পরীক্ষার প্রকাশিত এই ফলাফল সম্পর্কে যখন অভিযোগ উঠেছে তখন এর সম্পর্কে সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ তদন্ত হওয়া বাঞ্ছনীয়। পিএসসির ভাবমূর্তির জন্যই এটা প্রয়োজন। না হলে পিএসসির ওপর আস্থা নিয়ে প্রশ্ন থেকেই যাবে।